PRINT

সমকাল

বগুড়া-সিলেটের দুই স্কুল এক দিন পর নতুন বই পেল শিক্ষার্থীরা

১০ ঘণ্টা আগে

সিলেট ও বগুড়া ব্যুরো

বই উৎসবের এক দিন পর শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়েছে সিলেট নগরীর উমরশাহ তেররতন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বগুড়ার সাতশিমুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সিলেটে নতুন স্কুল ড্রেস না পরা আর বগুড়ায় সেশন ফি পরিশোধ না করার অজুহাতে শিক্ষার্থীদের বই দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল বুধবার সমকালে এ বিষয়গুলো নিয়ে আলাদা খবর প্রকাশের পর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের ডেকে নিয়ে হাতে নতুন বই তুলে দিয়েছে।

সিলেটের উমরশাহ তেররতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী গোলাম মোস্তফা ও খাদিজা গত মঙ্গলবার নতুন বই না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরেছিল। নতুন ড্রেস না পরায় তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল সমকালে 'নতুন ড্রেস না থাকায় বই পেল না শিক্ষার্থীরা' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর পর গতকালই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই দুই শিশুসহ অন্যদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে নতুন বই হাতে তুলে দেয়। তাদের বই দেওয়ার সময় বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি উস্তার আলীসহ শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে খবর প্রকাশের পর বুধবার দুপুরে সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল মুনতাকিন, সদর উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রোমান মিয়া ও দীপিকা রায় স্কুলটি পরিদর্শন করেন। সিলেট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ওবায়দুল্লাহ সমকালকে জানান, তিনি ছুটিতে থাকায় অন্য কর্মকর্তাদের স্কুলটিতে পাঠিয়েছেন। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানান তিনি।

খবরে প্রকাশিত স্কুলছাত্রী খাদিজার মা খায়রুন বেগম সমকালকে বলেন, বুধবার সকালে স্কুল থেকে ডেকে নিয়ে

তার মেয়েকে নতুন বই দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া তাদের নতুন ড্রেস দেওয়ারও আশ্বাস দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। গোলাম

মোস্তফার মা ফরিদা বেগমও তার ছেলের বই পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

উমরশাহ তেররতন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোকসানা খানম বলেন, ফল ঘোষণার দিনই নতুন বছরের প্রথম দিন নতুন ড্রেস পরে শিক্ষার্থীদের স্কুলে পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের বলা হয়েছিল। কিন্তু কেউ কেউ পুরনো ড্রেস পরে আসায় নতুন বই দেওয়া হয়নি। তবে ক্রমান্বয়ে সবাইকে নতুন বই দেওয়া হবে।

অন্যদিকে বগুড়ার সাতশিমুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সেশন ফি ছাড়া কাউকে বই না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কোনো টাকা ছাড়াই তাদের মধ্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়। বিষয়টি সাংবাদিকদের জানানোয় প্রধান শিক্ষক তাদের শাসিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে কয়েক ছাত্র।

টাকা ছাড়া বই না দেওয়া নিয়ে মঙ্গলবার শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের তোপের মুখে পড়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরে তারা পুলিশ ডাকতে বাধ্য হয়। বিষয়টি জানার পর ঘটনা তদন্তে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আজিজুর রহমান এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোলাম মাহবুব মোর্শেদ মঙ্গলবার বিকেলে ওই বিদ্যালয়ে যান।

অভিভাবকরা জানিয়েছেন, প্রশাসনের কর্মকর্তারা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফিরে যাওয়ার পরপরই শিক্ষকরা রাতে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেশন ফি ছাড়া বুধবার সকালে বিদ্যালয়ে বই বিতরণের কথা জানিয়ে আসেন। তবে প্রধান শিক্ষক হাফিজার রহমান বলেন, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর হাতে মঙ্গলবারই বই তুলে দেওয়া হয়েছে। যারা বাকি ছিল তাদের হাতে গতকাল বুধবার বই তুলে দেওয়া হয়েছে।

বগুড়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আজিজুর রহমান জানান, ওই ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন দু-একদিনের মধ্যেই জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দেওয়া হবে।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com